
একক ৬ □ পর্যায়ী সম্পর্ক ও সাধারণ আইসোলেটসমূহ

গঠন

- ৬.১ প্রস্তাবনা
- ৬.২ বিষয় গঠন
- ৬.৩ বিষয়ী সম্পর্ক
 - ৬.৩.১ স্তর
 - ৬.৩.২ ধরন
 - ৬.৩.৩ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পর্যায়ী সম্পর্ক
- ৬.৪ সাধারণ আইসোলেটসমূহ
 - ৬.৪.১ প্রয়োজনীয়তা
 - ৬.৪.২ ইতিবৃত্ত
 - ৬.৪.৩ প্রকারভেদ
 - ৬.৪.৪ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইসোলেটসমূহ
- ৬.৫ অনুশীলনী
- ৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ প্রস্তাবনা

গ্রন্থাগারের বর্গীকরণের ক্ষেত্রে বিচিত্র হল যৌগিক বিষয় যা দুই বা ততোধিক বিষয় থেকে উদ্ভূত। এই নতুন বিষয়ের জন্য রঞ্জনাথন নতুন পদ্ধতির কথা বলেছেন এক বিষয়। তার মধ্যে থাকতে পারে একাধিক আইসোলেট। বিষয়বর্তী এই অংশগুলির মধ্যে অনেক রকমের সম্পর্ক থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক মিলিয়ে তৈরি হয় সম্পর্কে এক একটা টাইপ। এই টাইপ তৈরির ভিত্তি রচনা করেন বর্গীকরণ বিশেষজ্ঞ কিংবা দার্শনিক। এঁরা যেসব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান তার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় সম্পর্কের টাইপ। গ্রন্থাগারে বইয়ের বর্গীকরণ করবার জন্য কোনো পদ্ধতি দাঁড় করাতে গেলে সম্পর্কের টাইপগুলি বের করতে হয়। নানা মুনির নানা মত। কাজেই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের টাইপের অবতারণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল সাম্রাজ্যে বিষয় গঠনেও তাই বৈচিত্র্যের অভাব নেই। রঞ্জনাথন এই সূত্রে যৌগিক বিষয়ের বর্গীকরণের জন্য যে পদ্ধতির কথা বলেছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই হেতু আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। আমরা প্রথমে মূল বিষয়, মিশ্র বিষয় ও যৌগিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব। পর্যায়ী সম্পর্কে, স্তর এবং ধরনের উপর আলোকপাত করব। বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতিতে তাদের ব্যবহার কিভাবে হয়েছে রঞ্জনাথন অনুসৃত পথে তাদের আলোচনা করা হবে।

তদতিরিক্ত আলোচিত হয়েছে সাধারণ আইসোলেটের উদ্ভব, সম্প্রসারণ ও ব্যবহার।

৬.২ বিষয় গঠন

জ্ঞানের মুখ্যবর্গের চৌহদ্দি ও আলোচ্য প্রতীত ব্যাপার—এই দুইটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নথির বিষয় কথাটি আওতায় ফেলা হয়। এর যদি শুধু একটি ফ্যাসেট থাকে তাব তা অবশ্যই মূল কোনও বিষয়। যেমন, পদার্থবিদ্যা,

রসায়ন। রঞ্জনাথন এগুলিকে বলেছেন মূল বিষয়ের সাধারণ আলোচনা এর অভিপ্রেত। বিষয়ের কোনো বিশেষ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে ও চায় না।

বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলি যেখানে মূল বিষয়ে বিভক্ত সেখানে শুধুমাত্র প্রতীতবস্তু বা ব্যাপারে নামোল্লেখ কোনো নথির বিষয় বর্ণিত হতে পারে না। যেমন, ইট, উড্ডয়ন, কপোত প্রতীত বস্তুর নাম। নথির বিষয় বর্ণনা করতে গেলে এগুলিকে মূল বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে অতি অবশ্যই। ‘ইট’ যুক্ত হতে পারে বাস্তুকর্ম স্থাপত্য বা রাসায়নিক প্রযুক্তিতে। তেমনি উড্ডয়নের মূল বিষয় হতে পারে প্রাণীবিদ্যা, যানবাহন, ভেষজ, ইত্যাদি। ‘কপোত’ যুক্ত হতে পারে প্রাণীবিদ্যা, পশুপালন, রন্ধনবিদ্যা, ইত্যাদি। ইট, উড্ডয়ন, কপোত, জাতীয় পদগুলিকে রঞ্জনাথন ‘আইসোলেট’ নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ মূল বিষয় থেকে এরা বিচ্ছিন্ন একক মাত্র। কখনও কখনও একটি মূল বিষয়ের সঙ্গে একই বইতে এক বা একাধিক আইসোলেটের সহাবস্থান ঘটে। যেমন শিশু মনস্তত্ত্ব, বয়স্কদের শিক্ষা, বয়স্কদের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা কবিতা। এরকম ক্ষেত্রে রঞ্জনাথন ‘মিশ্র’ বিষয়ের উদ্ভব লক্ষ করেন। এই সূত্রে কতিপয় ব্রিটিশ বর্গীকরণ বিশেষজ্ঞ কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা মিশ্র বিষয় বলতে বুঝেছেন একটি মূল বিষয় ও সেই সঙ্গে দুই বা ততোধিক আইসোলেট। ফলে সরল বিষয় (Simple subject) তাঁদের মতে পরিণত হল একটি মূল বিষয় ও একটি আইসোলেটের সমাহারে কিংবা শুধুই মূল বিষয়। দ্বৈতস্বরূপ—ইংরেজি সাহিত্য, ফরাসি সাহিত্য, শিশু মনস্তত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান। আর কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক বিষয় থেকে গঠিত হয় যৌগিক বিষয়। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য গণিতশাস্ত্র।

৬.৩ পর্যায়ী সম্পর্ক (Phase Relation)

দুই বা তার বেশি মূল বা মিশ্র বিষয়ের অথবা বিচ্ছিন্ন ধারণার সমাবেশকেই পর্যায়ী সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই সমাবেশের একক উপাদান বা অংশকে বলা হয় পর্যায়। সমাবেশের অনুক্রমে স্পষ্ট নির্দেশের জন্য তাদের বলা হয় ‘পর্যায় 1’, ‘পর্যায় 2’ ইত্যাদি।

৬.৩.১ স্তর

তিন স্তরের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্ক (Inter-subject phase Relation) ফ্যাসেট মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Facet Phase Relation), ও সারি মধ্যস্থ সম্পর্ক (Intra-Array Phase Relation)।

আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্ক : দুইটি মূল বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক। যেমন, শিক্ষকদের জন্য মনোবিজ্ঞান চর্চা।

ফ্যাসেট মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক : একই ফ্যাসেটের দুই আইসোলেট ধারণার মধ্যে সম্পর্ক। যেমন, বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা।

সারি মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক : একই সারির দুইটি আইসোলেটের মধ্যে সম্পর্ক। যেমন, নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের তুলনা।

৬.৩.২ ধরন

কোলন বর্গীকরণের ষষ্ঠ সংস্করণে পাঁচ ধরনের পর্যায়ী সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যেমন, সাধারণ সম্পর্ক, পক্ষপাত, তুলনা, প্রভেদ ও প্রভাব। 1967 সালে ‘উপকরণ (Tool) পর্যায়ী সম্পর্কটি পুনর্বিবেচিত হয়। কারণ,

পঞ্চম সংস্করণে এটি ছিল। ষষ্ঠ সংস্করণে পর্যায়ী সম্পর্কে নির্দেশিত চিহ্ন 0 (শূন্য) ব্যবহার করা হত। বর্তমানে '0' এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে '&' 'এবং' ইংরেজিতে Ampersand। বর্তমান পর্যায়ী সম্পর্কের স্তর ও ধরনটি নিম্নরূপ :

সম্পর্কের ধরন	আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্ক	ফ্যাসেট মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক	সারি মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক
সাধারণ	a	j	t
পক্ষপাত	b	k	u
তুলনা	c	m	v
প্রভেদ	d	n	w
উপকরণ	e	p	x
প্রভাব	g	r	y

সাধারণ সম্পর্ক : গণিত ও পদার্থবিদ্যার B & C। এখানে B হল পর্যায় 1, কারণ ক্রমিকতায় B, C এর আগে। (আন্তর্বিষয়ক) দৈহিক গঠনতত্ত্বের সঙ্গে শারীরবিদ্যার সম্পর্ক L, 2 & j 3 দৈহিক গঠনতত্ত্ব শারীরবিদ্যার পূর্বে আছে। (ফ্যাসেট মধ্যস্থ)

পক্ষপাত : শিক্ষকদের জন্য মনোবিজ্ঞান S & b T। এখানে মনোবিজ্ঞান হল পর্যায় 1। কারণ বইটির বিষয় মনোবিজ্ঞান। লিখিত হয়েছে শিক্ষকদের জন্য।

তুলনা : উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার তুলনা I & c K। উদ্ভিদবিদ্যা হল পর্যায় 1, কারণ I ক্রম পরম্পরায় K-এর আগে।

প্রভেদ : রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রভেদ C & d E। পদার্থবিদ্যা হল পর্যায় 1, কারণ E-এর আগে C।

উপকরণ : রসায়নবিদ্যার অনুশীলনে পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ। এখানে পদার্থবিদ্যা হল উপকরণ। অনুশীলনের বিষয়টি অর্থাৎ রসায়নবিদ্যা হল পর্যায় 1। আর উপকরণ হল পর্যায় 1।

সাংকেতিক চিহ্নটি E & e C.

আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলি বলা হল অন্য দুই স্তরের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য।

ফ্যাসেট মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Facet Phase Relation)

সাধারণ : বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সম্পর্ক Q₂ & j4

পক্ষপাত : ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি কমনওয়েলথের পক্ষপাত X5, 44 & k IN48

[X অর্থনীতি, X5 বাণিজ্য ; 44 হল ভারত এবং IN48 কমনওয়েলথ—দুইই স্থান ফ্যাসেট এবং সংখ্যা দুইটি 'Space Isolate' থেকে লভ্য]

আন্তর্জাতিক আইনে এশিয়ার আইনের পক্ষপাত Z1 & K4[Z আইন ; বিশ্ব 1 এবং এশিয়া 4 স্থান ফ্যাসেটের অন্তর্গত এবং 'Space Isolate' থেকে লভ্য]

তুলনা : হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা : Q₂ & m4

[Q ধর্ম, Q2 হিন্দু ধর্ম, Q4 বৌদ্ধ ধর্ম। এখানে মিতব্যয়িতার জন্য Q একেবারেই উল্লিখিত]

প্রভেদ : হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভেদ Q2 & n4

প্রভাব : খ্রিস্টান ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব : Q6 & r4 [প্রভাবিত ধর্মের স্থান আগে]

সারিমধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Array Phase Relation)

সাধারণ : নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক Y31 & y5 [Y সমাজবিদ্যা, Y31 গ্রামবাসী, Y35 নগরবাসী]

পক্ষপাত : দক্ষতা অর্জনের জন্য বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন S : 72 & u3 [S মনোবিদ, S : 72 বুদ্ধিমত্তা, S : 73 দক্ষতা]

তুলনা : নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের তুলনা Y31 & v5

প্রভেদ : নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রভেদ Y31 & w5

প্রভাব : গ্রামবাসীদের উপর নগরবাসীদের প্রভাব Y31 & y5

৬.৩.৩ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পর্যায়ী সম্পর্ক

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পর্যায়ী সম্পর্ক খুব স্পষ্টভাবেই গৃহীত। যৌগিক বিষয়ের বর্গীকরণ কোলন পদ্ধতিতে সহজেই করা যায়। পর্যায়ী সম্পর্কের উদাহরণ পূর্ববর্তী এককে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডিউই-র পদ্ধতিতে পর্যায়ী সম্পর্ক নির্বাচিত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। যেমন ধর্ম ও বিজ্ঞানের অবধারণা 261.55—সারণিতেই প্রদত্ত।

ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য গণিত : 510.2462 (স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনের -024 তে উল্লিখিত [510 গণিত, বিশেষ ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য, -62 ইঞ্জিনিয়ার 7নং ছক থেকে পাওয়া যাবে]

ভারত ও চীনের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক 327.54051 [327 বৈদেশিক সম্পর্ক ; -54 ভারত ; 0 সংযোগকারী চিহ্ন ; 51 চিন]

ইউনিভার্সাল ডেসিমল ক্লাসিফিকেশনে সমস্ত স্তর ও ধরনের সম্পর্ক বোঝানো হয় : (কোলন) চিহ্ন দিয়ে।

যেমন ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক 2:5

ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য গণিত 51:62

ইউ ডি সি-র সাংকেতিক চিহ্ন নমনীয় হওয়াতে পর্যায়ী সম্পর্কের ক্রম দুইভাবেই হতে পারে যেমন 5:2[2:5]

৬.৪ সাধারণ আইসোলেটসমূহ (Common Isolates)

সাধারণ আইসোলেট বা বিচ্ছিন্ন ধারণা হল যে-কোনো ভাব বা ভাবপুঞ্জ যা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপাদান। আইসোলেট কখনও পুরোপুরি বিষয়টি নয়। ডিউই-র মতে কোনো বিষয় যে-কোনো রূপবন্ধে পরিবেশিত হতে পারে। যেমন, তত্ত্ব, অভিধান, ইতিহাস, পত্রপত্রিকা অথবা হ্যান্ডবুক। এই ধরনের রূপবন্ধ যে-কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। আমরা দেখি কোনো বিষয় আবার ঐতিহাসিক কিংবা ভৌগোলিক প্রসঙ্গে পরিবেশিত। সেসব প্রসঙ্গকে আমরা বলি ‘স্থান’ বা ‘কাল’।

৬.৪.১ প্রয়োজনীয়তা

কতকগুলি ধারণা আছে যা যে-কোনো মূলবর্গের মধ্যে বারবার ফিরে আসে। যেমন, সমস্ত প্রকার প্রকাশনার রূপ মাধ্যমের মধ্যে এসে পড়ে অভিধান, জ্ঞানকোষ, পত্রপত্রিকা; সমস্তপ্রকার বিষয় স্বমহিমায় যা ভাস্বর তার মধ্যেও একে পড়ে পরিসংখ্যান, সংস্থা। এগুলি অন্য বিষয়েরও বৈশিষ্ট্য বটে। এও দেখা যায় যে, সব বিষয়েই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একটা দৃষ্টিকোণ থাকে অর্থাৎ সব বিষয়ের মধ্যেই স্থান ও কাল এসে যায়। মূল শ্রেণীর সারণিতে এই সাধারণ উপবিভাগগুলির অন্তর্ভুক্তি যথোপযুক্ত নয়। তবে সাধারণ স্কীম এগুলির উল্লেখ অপরিহার্য।

৬.৪.২ ইতিবৃত্ত

সাধারণ আইসোলেটসমূহের ধারণা প্রথম প্রচলন করেন মেলভিল ডিউই। ‘ফর্ম ডিভিশন’ হিসেবে ডিউই পদ্ধতির দ্বিতীয় সংস্করণে এই ধারণাটির আবির্ভাব। 1985 সালে ডিউই-র দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই নানা পরিবর্তনের ধারা বেয়ে সপ্তদশ সংস্করণে ‘স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনস’ নামে উপস্থাপিত।

ইউ.ডি.সি-তে দুই ধরনের সহায়িকা ছক আছে—সাধারণ সহায়িকা ও বিশেষ (সহায়িকা) উপবিভাগ। এদের মধ্যে রূপমাধ্যমের সাধারণ সহায়িকা, স্থান ও কাল সাধারণ সহায়িকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরাই সাধারণ আইসোলেটসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রঞ্জনাথন বিস্তীর্ণ ধারণাসমূহের প্রকারভেদ সৃষ্টি করেছেন। যেমন কাল ধারণা (সাধারণ আইসোলেট), স্থান ধারণা (সাধারণ আইসোলেট), কর্ম বা শক্তি ধারণা (অধিকাংশই সাধারণ আইসোলেট), পদার্থ ধারণা; ব্যক্তিত্ব ধারণা (কোনো কোনোটি সাধারণ আইসোলেট)।

সাধারণ আইসোলেটের আর এক প্রকারভেদ রঞ্জনাথনের কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায় : পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট (Anteriorising Common Isolate সংক্ষেপে PCI)। যেসব নথিপত্র কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাধারণ নথিপত্রের পূর্বে বিন্যস্ত থাকেই বলে পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট। এসব নথিপত্র হল প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রবেশক দ্রব্যসম্ভার। উদাহরণ হিসেবে গ্রন্থপঞ্জি, শব্দকোষ, জ্ঞানকোষ ইত্যাদির কথা সহজেই মনে হয়। কারণ এরা যেকোনো বিষয় জানতে হলে সেই বিষয়ের শব্দকোষ, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

যেসব সাধারণ ধারণা বিষয়ের পরে বিন্যস্ত হয় তাদের বলে পশ্চাৎগামী সাধারণ আইসোলেট। স্থান ও কালবাচক সমস্ত আইসোলেটই এই পর্যায়ভুক্ত। চিত্রণ, মাপন, বৃত্তি, প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ সমিতি ইত্যাদি হল পশ্চাৎগামী সাধারণ আইসোলেটের দৃষ্টান্ত।

৬.৪.৩ প্রকারভেদ

ডিউই-র পদ্ধতি

পদ্ধতিটি গোড়ার দিকে ছিল তালিকাবিন্যস্ত বর্গীকরণ (Enumerative Classification)। পরে আসে সংশ্লেষণ (Synthesis)। বিশেষ ছকগুলিতেই সংশ্লেষণের নীতি অনুসৃত। পূর্বের রূপগত বিভাগ বা Form Division-এর নামকরণ করা হয়েছে ‘স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনস’—উপস্থাপনার রূপ, দিক ও দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি ধারণাগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। যেমন—01 দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক রূপ; -03 অভিধান, কোষ ইত্যাদি। -09-এর উপবিভাগগুলি সময়নির্দেশক টেবিল-এর নীচে লিপিবদ্ধ আছে যে উপরিউক্ত সাংকেতিক চিহ্নগুলি এককভাবে ব্যবহার করা যাবে না। সারণির যেকোনো সংখ্যার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় ছকটি Areas বা স্থান নির্দেশক। যেমন, -1 অঞ্চল, দেশ, স্থান,—ব্যক্তি স্থান নির্বিশেষে ; -3 প্রাচীন জগৎ ; -5 এশিয়া, প্রাচ্য, ইত্যাদি। সারণিতে নির্দেশ না থাকলে সরাসরি দ্বিতীয় ছকটি ব্যবহার করা যাবে না। তখন প্রয়োজন হলে -9-এর মাধ্যমে স্থান ছকটি ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ ;

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধান: 320.03

ভেষজবিজ্ঞানের অভিধান: 610 (ভেষজবিজ্ঞান +03)

কৃষিকার্যের পত্রিকা: 630.5 (630 কৃষিকার্য + 05)

ভারতে আয়কর ব্যবস্থা: 336.240954

[336.24 আয়কর ব্যবস্থা—সারণিতে কোনো নির্দেশ নেই]

09 সহযোগে দ্বিতীয় ছক থেকে -54 ভারত যোগ করা হয়েছে।

ইউ.ডি.সি

ইউ.ডি.সিতে সাধারণ আইসোলোটসমূহকে বল সাধারণ সহায়িকা বা কমন অক্সিলিয়ারিস। এখানে রূপমাধ্যমের সাধারণ সহায়িকা ডিভিসি-র স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনস্-এর সমতুল্য। রূপমাধ্যমের সাধারণ সহায়িকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে যে চিহ্নটি সেটি হল (0) প্রথম বন্ধনীর মধ্যে শূন্য। এই সহায়িকাটি বহিরাঙ্গিক রূপমাধ্যমের যেমন অভিধান, বোঝাতে বেশি ব্যবহৃত। উদাহরণ: মনোবিজ্ঞানের অভিধান 159.9(03) [159.9 মনোবিজ্ঞান, (03) অভিধান] স্থান সম্বন্ধীয় সাধারণ সহায়িকার জন্য নির্দিষ্ট হল (1/9) লঘু বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা অর্থাৎ Parenthesis। যেমন, ভারতের রেলপথ 385 (540) [385 রেলপথ, (540) ভারত] কাল সম্বন্ধীয় সাধারণ সহায়িকার জন্য চিহ্ন “....” উদ্ভূতি চিহ্ন (Invented commas)। যেমন সাপ্তাহিক পত্রিকা 05 “53” [05 পত্রিকা “53” সাপ্তাহিক]; 2003 সালের বড়দিন “2003.12.25” (সাল-মাস-তারিখ)।

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইসোলোটসমূহ খুবই বিস্তৃত ও স্পষ্ট। পূর্বগামী সাধারণ আইসোলোট যে-কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে। ষষ্ঠ সংস্করণ অনুযায়ী এর জন্য কোনো সংযোগচিহ্নের প্রয়োজন হয় না। পূর্বগামী সাধারণ আইসোলোট (এ. সি. আই) তিন ধরনের এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ফ্যাসেট-সূত্র দেওয়া আছে। যেমন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থপঞ্জি 2a (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 2, গ্রন্থপঞ্জি a)

এ সি. আই, স্থান ফ্যাসেটের পর প্রযোজ্য : যেমন 1999 সালে ভারতে শিক্ষার পরিসংখ্যান। T.44 SN99 [এখানে T শিক্ষা, ভারত 44, পরিসংখ্যান S] ফ্যাসেট সূত্র S[T]

এ সি. আই কাল ফ্যাসেটের পর প্রযোজ্য : যেমন, ভারতে 1999 সালের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগুলির পরিসংখ্যান 234.44 N99S

সপ্তম সংস্করণ অনুসারে অন্তর্গামী সাধারণ আইসোলোট পাঁচ ধরনের—ব্যক্তি, পদার্থ, শক্তি, স্থান ও কাল। ব্যক্তি সাধারণ আইসোলোট: এগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত এবং সাধারণ স্থান ফ্যাসেটের পরে বসে। প্রতিষ্ঠানগুলির সাংকেতিক চিহ্ন বর্ণগত কিংবা কালগত বিভাজন কৌশল দ্বারা নির্ণয় করা হয়। যেমন,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় T. 18.44, t4 M57

T শিক্ষা

T, 18 বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

44 ভারত

t4 উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান (ব্যক্তি সাধারণ আইসোলেট)

M57 1857 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

পদার্থগুণ সাধারণ আইসোলেট (Preproperty Isolate) : সপ্তম সংস্করণে পদার্থগুণ সাধারণ আইসোলেটের একটি তালিকা দেওয়া আছে। এটি পরিবেশিত হয় সেমিকোলন (;) সহযোগে। সহজাত চিত্র N6; a72

N6 চিত্র

a72 সহজাত (পদার্থগুণ)

শক্তি সাধারণ আইসোলেট (Energy Common Isolate) : সপ্তম সংস্করণের 93 পৃষ্ঠায় শক্তি সাধারণ আইসোলেটের একটি তালিকা দেওয়া আছে। এর নির্দেশক চিহ্নটি হল কোলন (:)।

যেমন, চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ Bx, 2; 57: aR2

Bx জ্যোতির্বিজ্ঞান

2 চন্দ্র

57 গ্রহণ

aR2 পর্যবেক্ষণ (শক্তি সাধারণ আইসোলেট)

স্থান ও কাল সাধারণ আইসোলেট—এদের তালিকাও পৃথকভাবে সপ্তম সংস্করণে দেওয়া আছে। যেমন, 1999-তে জনসাধারণের নিকট প্রচারের মাধ্যম 4.44'N99

4 জনসাধারণ

44 ভারত

N99 1994 ভারত (কাল)

ভারতে কলেজ গ্রন্থাগারসমূহ 2, J3.44

2 গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

J ও কলেজ গ্রন্থাগার

44 ভারত

৬.৫ অনুশীলনী

১। 'মূল বিষয়', 'মিশ্র বিষয়' ও 'যৌগিক বিষয়'—এই তিনটি উদাহরণ সহযোগে বোঝান।

২। পর্যায়ী সম্পর্কের 'স্তর' ও 'ধরন' ব্যাখ্যা করুন।

- ৩। সাধারণ আইসোলেটের ধারণা প্রথম কে প্রচলন করেন ?
৪। তিনটি বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইসোলেটসমূহ দেখান।
-

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. Chakrabarti, B. : Library classification theory, Calcutta, Wrold Press, 1994
2. Ranganathan, S. R.: 'Prolegomena to library classification, 3rd ed. Bombay, Asia Publishing, House, 1967